দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

149 217

শিক্ষাঙ্গন

বার্ষিক পরীক্ষা

এবার প্রলয়ংকরী বন্যার ফলে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উক্ত বন্যায় ৮৫ ভাগ বিদ্যালয় ডুবে যায়। ফলে, লেখা-পড়া ৩/৪ মাস বন্ধ থাকে।

এখন লেখা-পড়ার কাজ শুরু হলেও নানা কারণে উক্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছে না। দেখা যাচ্ছে, বহু প্রতিষ্ঠনের ছাত্র-ছাত্রী খোলা আকাশের নীচে বসে লেখা-পড়া করছে। এতে, লেখা-পড়া পুরোপুরিভাবে মোটেই হচ্ছে না। বিশেষ করে, দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বিগত বন্যার দরুন বিশেষভাবে ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া ঐসব স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা লেগেই রয়েছে। এদিকে, সাবেক নিয়মানুযায়ী বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। অথচ দেখা গেছে, যে, কোন কোন পাঠ্যপুস্তকের ২/১টি পাঠও পড়া হয়নি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকমণ্ডলী বিগত ৩/৪ মাসের বেতন আদায়ের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের চাপ দিচ্ছেন। দারিদ্র্যতার কারণে বহু ছাত্র-ছাত্রী বেতন দিতে পারছে না। অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, বহু ছাত্র-ছাত্রীর যেমন ঘরদোর নেই, তেমনি দিনে ২/১ বার খাবার সংস্থানও নেই। এ অবস্থায় কি করে বকেয়া বেতন, পরীক্ষার ফি দেবে তা নিয়ে তাদের অভিভাবকগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

নৈসর্গিক কারণে এ দুর্যোগের দিনে লেখা-পড়া না হলে, ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে পরীক্ষা দেবে বা কিভাবেই বকেয়া বেতন পরিশোধ করবে?

আমাদের মতে, এ বন্যার নিরীখে তিন মাস ছাত্র-ছাত্রীরা ভালভাবে লেখা-পড়া করতে পারে। বৃটিশ আমলে উক্ত নিয়ম চালু থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ ভালভাবেই লেখা-পড়া করতে পারতো।

আমাদের মতে, একটি জরিপ চালিয়ে বিধ্বস্ত স্কুলগৃহের সঠিক হিসাব গ্রহণ করে ওগুলো জরুরীভিত্তিতে নির্মাণ করা উচিত।

এবারের বার্ষিক পরীক্ষা চলতি সনের ডিসেম্বরে গ্রহণ করা মোটেই সমীচীন নয়। এবং গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের গত ৩ মাসের বেতন ও পরীক্ষার ফি মওকুফ করে দেয়া উচিত। এবং পরীক্ষা আগামী ফেব্রুয়ারীতে গ্রহণ করে মার্চ থেকে সেশন চালু করা প্রয়োজন। তাহলে ছাত্র-ছাত্রী বন্যার সময়ের ক্ষয়-ক্ষতি কেটে ওঠে। কিছুটা লেখা-পড়া করে পরীক্ষা দিতে পারবে।

বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে কেবল এ বছরই হচ্ছে, এমন নয়। প্রতি বছর অনুরূপ ঘটনার আশংকা রয়েছে। এ হিসেবে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা উচিত। আমাদের মতে, বছরের ডিসেম্বর-জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী শুষ্ক মওসুমে উত্তম আবহাওয়ার মাস। এ সুতরাং যেভাবেই হোক, বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘরগুলো অবিলম্বে নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন।

মোটকথা, এবারের বন্যার নিরীখে, কোন মতেই ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা গ্রহণ সমীচীন নয়। এবং উক্ত পরীক্ষা ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে মার্চ মাস থেকে সেশন শুরুর ব্যবস্থা করলেই ছাত্র-ছাত্রীরা কিছুটা উপকৃত হবে বলে আমরা মনে করি।

— মোহাম্মদ আদীল

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সমীপে

শতকরা পঁচাশি জন মুসলমানের বাসস্থান বাংলাদেশে। বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সেহেতু আলিম, ফাজিল ও কামিল-এর মত গুরুত্বপূর্ণ স্তর পেরিয়ে যাওয়ার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ দু'বছরে সেশন নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু সে নির্ধারিত সময়ে পাঠ গ্রহণের সুযোগ হতে মাদ্রাসার ছাত্ররা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। কেননা দু'বছরের সেশনের মধ্যে ছাত্ররা শুধু ৭/৮ মাসই ক্লাসের সুযোগ পায়। যেমন '৮৮/৮৯' সেশনে যারা ফাজিল ও কামিল ক্লাসে পড়বে তারা এখনও '৮৬/৮৭ সেশনের আলিম, ফাজিলের পরীক্ষার ফলাফলের প্রতিক্ষায় অধির আগ্রহে দিন গুণছে। সুতরাং নামেমাত্র '৮৮/৮৯ সেশনের ক্লাস ১৯৮৯-তে শুরু হলে বিভিন্ন ছুটি বাদ দিয়ে তারা ৭/৮ মাসও ক্লাস পাবে কি-না সন্দেহ। এভাবে সেশন নিয়ে লুকোচুরি চলতে থাকলে ছাত্রদের ইসলামী জ্ঞানার্জনের মহান উদ্দেশ্য শুধু ব্যর্থই হবে।

অতএব সেশনের সময় বৃদ্ধি করে বা ফাইনাল পর্বের প্রথম দুই মাসে পরীক্ষা ও ফলাফল দুটোই দেয়ার ব্যবস্থা করে ছাত্রদের সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করছি।

——এস, এম, আবদুল হক,
গারাঙ্গিয়া আলিয়া মাদ্রাসা,
সাতকানিয়া।